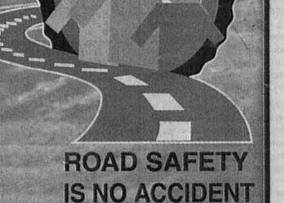


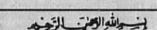
৭ এথিল, ২০০৪ World Health Day 'নিরাপদ সড়ক নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি' 7 April, 2004

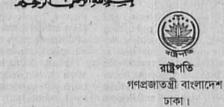


Ministry of Health & Family Welfare

বিশেষ ক্রোড়পত্র

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



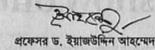


বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিশ্বব্যাপী সভক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বিবেচনা করে এবারের প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ সভক ঃ নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি' বিশেষ অর্থবহ এবং অত্যন্ত সময়োপযোগী। জনসাধারণের যাতায়াতকে নিরাপদ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার ট্রাফিক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা কমে আসবে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সড়ক দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু এবং পঙ্গুত্ব পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে বয়ে আনছে অপূরণীয় ক্ষতি। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। সংশ্লিষ্ট সকলকে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস সফল হোক

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দবাদ।



०४८८ कर्ज ३८५०

০৭ এপ্রিল ২০০৪







अवस्थाना नामा अनुविद्यात कनाम सम्रमुख्या.



 क्रिज विश्व शांत्रा मिवन । विरुद्ध यस्तासा त्मरणव साथ वाःलात्मरणव यथायथं प्रयोगायं व क्रिज विश्व আশংকাজনক সড়ক দুর্ঘটনাজনিত অপমৃত্যু ও পঙ্গুত্বের কথা বিবেচনা করে এ দিবস উপদক্ষে এবারের व्यक्तिभामा 'Road Safety Is No Accident' अर्थार 'निवाशम अफ़्क निवाशम शीवरनव প্রতিশ্রুতি' অত্যন্ত সময়পোযোগি ও অর্থবহ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মোতাবেক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং পঞ্চাশ লক্ষ পদ্ধত্বের শিকার হয়। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার উন্নত দেশের जुननाग्र अनुनुज ७ जेनुग्रननीन म्मरन व्यनक दन्ती। जेनुग्रननीन म्मरन এकनिरक रामन मानाविध রোগ ব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনাজনিত জখম মারাত্রক স্বাস্থ্য সমস্যার স্টি করছে যা সার্বিকভাবে জনখাখোর মান উন্যান ভ্রমিকরপ

বর্তমান সরকার সভক দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত আঘাত প্রাপ্ত পঙ্গুত্ব হ্রাস করার বিষয়কে অত্যন্ত ওক্তব্রের সাথে বিবেচনা করছে। স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনায় দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের তড়িৎ ও যথায়থ याद्या त्यवा क्षमात्म क्षताावानीय क्षमतन ७ मतनामानि द्यापन कता दरहर । मक्क वावदात जैसूयन, ট্রাফিক আইন মেনে চলা, দক্ষ গাড়ীচালক ও শ্রমিক নিয়োগ এবং এ বিষয়ে জনগণকে উমুদ্ধকরণের মাধ্যমে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি পরিবহন মালিক সমিতি, পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, গাড়ীচালক সমিতি এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

C2246 21/304

(ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন)







স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাস্তা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্যোগে সারাদেশে আগামী ৭ এপ্রিশ 'বিশ্ব স্বাস্ত্য দিবস ২০০৪' উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবনের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "নিরাপদ সভৃক নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি" যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। সেইসাথে সড়ক দুর্ঘটনার হারও বৃদ্ধি পাছে। দুর্ঘটনায় আজাও ব্যক্তির জীবনহানি অথবা আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করা কতিগ্রন্থ পরিবারের জন্য অত্যন্ত করণ ও মর্মান্তিক পরিনতি ডেকে আনে।

णका महानगती **এ**वर काठीय महाजक्कप्रमुद्ध श्राप्तनाई नाना कातल मूर्यमा घटि। जक्क

করেছে। নতুন নতুন সেতু ও সড়ক নির্মাণের ফলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দেশত

খাস্থাবিষয়ক ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরনে নানা ধরনের অনুষ্ঠানমালার সফল বাস্তবায়নের ক্ষ্যক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আমি আশাবাদি।

mar (মোঃ লৃৎফুজামান বাবর)

PHILOSOPHY OF WORLD HEALTH DAY 2004

Dr. Selina Ahsan

Joint Secretary Ministry of Health & Family Welfare

Mankind has evolved into today's modern human civilization through a lengthy process of evolution. One of the greatest features of our civilization is the collaboration and cooperation among different countries over diverse fields of interest. A significant portion of the 6 billion people worldwide is now facing the challenges of different diseases, disabilities and discomforts. The reasons for these diseases are presence of unlimited causative organisms, nutritional deficiencies and also man made injuries due to accidents. There is a crying need to establish global cooperation and collaboration in a view to ease the pains and sufferings of the people and help them lead a healthy and productive life.

World Health Organization (WHO) was established on the 7th April 1948 as an associate body of the United Nations considering the global need for health care. At present 192 countries are its member states, which is very encouraging. The objective of this membership is to increase opportunities in the field of health care delivery system through close cooperation and collaboration

WHO with its head quarters in Geneva, Switzerland is operating its activities through six regional offices in Europe, Australia, Pan Pacific Africa, America, Eastern Mediterranean and South East Asia. The Executive Board of the organization nominates the Director General from the nember countries for a specific period.

existing problems relating to diseases and disabilities. The member countries contribute their annual subscription for executing its activities in

cooperation towards building unity and understanding the member countries share their exeperiences through modern technology. The World Health Organization has posted professional representatives in all the member countries for better coordination with local authorities and to extend high tech assistance to them.

It is our pride that we became an active member of WHO right after our independence in May 19th, 1972. A collaborative agreement signed between WHO and Bangladesh in the same year ushered a new era in the health care of our country. Various priority reform activities were undertaken in the post liberation Bangladesh for restoring and functioning of the jeopardized health and family planning programs. During this period of crisis prime importance was given to the prevention and control of communicable diseases and epidemics in collaboration with WHO. We recognize that WHO has been working very closely for the protection and promotion of public health in Bangladesh. The most important areas of assistance from WHO are:

- Prevention and control of communicable diseases.
- Prevention and control on non-communicable diseases.
- Reduction of mental and social health problems.
- Improvement of health technology and expansion of drug industries
- Improvement of total health care delivery system and that of the community health Management Information System (MIS) on health policy and health programs.
- Ensure sustainable development of health and healthy environment.

Provide medical equipments, transport, essential drugs and other logistics as required reorganization and implementation of health and family planning activities. The World Health Organization has been extending its continuous could have made through eradication of small pox in 1977 with active support from World Health Organization. The contribution of WHO is also pioneering in the prevention and control of malaria and diarrhoeal diseases. We are receiving equipments, vaccines and technical assistance

from WHO to combat the high maternal and infant mortality rate, which is still alarming in the country, It is obvious that each and every individual have their basic right to enjoy a disease free active and improved quality of life. It is a constitutional commitment of World Health Organization to help the government in creating adequate opportunities for the people to enjoy their basic right irrespective of race, religion and creed. Mean while, the World Health Organization has made a series of success in the prevention and control of communicable diseases prevailing around the world.

It is obvious that each and every individual have their basic right to enjoy a disease free active and improved quality of life. It is a constitutional commitment of World Health Organization to help the government in creating adequate opportunities for the people to enjoy their basic right irrespective of race, religion and creed. Mean while, the World Health Organization has made a series of success in the prevention and control

In recognizing the importances of World Health Organization we observe World Health Day on 7th April in a befitting manner. The idea for observing the day is to create awareness and interest among the people to intensify consolidated effort in resolving health problems prevailing world wide which causes paramount sufferings to the people. The organization each year select an universal health issue and call for action by the member states. It reflect a great significance that this year on the occasion of World Health Day emphasis has been given to Road Safety Is No Accident.

Growing road accident and its multiple hazards throughout the world that has sufficiently threatened human civilization. World Health Organization estimates that worldwide 1.4 lac people becomes victim of road accident of which 3 thousand dies and another 15 thousand disabled every day. In developing countries the incidence of road accidents higher than developed countries. By 2020 if current trends continue, the annual numbers of road traffic deaths and disabilities in high income countries may decrease by 30%. This will be due largely to the continuous efforts to improve road safety. At the same time, the annual numbers of road traffic deaths and disabilities will increase in low income and middle income countries to account for the entire 60% increase globally.

Globally the annual costs of road traffic injuries amount to approximately US\$ 520 billion, Road accident not only claim life and health but this also leads to uneven social insecurity and miseries.

In Bangladesh a significant development has occurred in the road communication sectors during the recent years. Inspite of that road accident has become a regular phenomenon in the country. The range of road accident demands a concerted and coordinated approach to mitigate. Th challenge of addressing this risk must be centered on the places the people make and live and the approach should also be universal and multisectoral role and error individual members of the society will have to well informed and motivated to prevent road accident. There is a need to mobilize human and physical resources to an extend sufficient to ensure road safety. A comprehensive and integrated policy program has been undertaken by the present government, towards establishing adequate road infrastructure regulate the private and public transport and enforce existing rules and regulation relating to road traffic and accident. Respective private transport authorities and workers should be adequately aware of the hazards of road accident and take appropriate measure for the prevention of road accident.





२८ देख्य ५८५० ८००६ मधिम २००८

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও ৭ এপ্রিল 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য-নিরাপদ সড়ক নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি-নির্বাচন খুব সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস, এ শ্রোগান বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনগণকে অধিকতর সচেতন করবে।

বাণা

বর্তমানে সভুক দুর্ঘটনাকে অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। সভৃক দুর্ঘটনায় বহু মূল্যবাদ জীবন অকালে ঝরে পড়ে বলে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যাপক ও সুদ্রপ্রসারী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্রুত নগরায়নের কারণে আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে আমরা নানামুখী कर्मসৃष्ठि वाखवाराम कर्ताष्ट्र । मूर्घण्मामूक नितालम সভृक्तत्र क्रमा श्रद्धाक्रम यामवाश्म ठालमा अवश् পথ পারাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা। সকল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এগিয়ে আসার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচিছ।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

आब्राट् शरकल, वारनारमन जिन्मावाम eremanose ধালেদা জিয়া





গণপ্রজাতরী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যানী সাত এপ্রিল বিশ্ব সাস্থ্য দিবস উদ্যাপিত হছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে এবারের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য বিষয় "Road Safety Is No Accident" সাম্প্রতিককালে দুর্ঘটনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে একটি সময়োচিত

বর্তমান বিশ্বে সভুক দুর্ঘটনার প্রবণতা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলার পথে দুর্ঘটনার পিকার হয়ে জীবন এবং সম্পদের রাপেক ছড়ি হছে প্রতিনিয়ত। সদ্ভক যোগাযোগ নিরাপদ ও পাশাপাশি নতুন এবং ফ্রটিমুক্ত গাড়ী আমদানী করে যাতায়াত ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সর্ভৃক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, বিআরটিসি-এর পাশাপাশি বেসরকারী অনেক সংস্থা সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবদান অব্যাহত রেখেছে। ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকাকে দুর্ঘটনা ও যানজট মুক্ত রাখতে বুঁকিপুর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করে তা সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বিদামান আইন আরও কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা সমূহকে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার জন্য আহ্বান জানাচিছ।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি

শ্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার









দুর্ঘটনার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অপ্রশস্ত সভৃক, অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন, ধানবাহনের যান্ত্রিক ফ্রটি, চালকের অসতর্কতা, দ্রুতগতিতে বেপরোয়া যানবাহন চালনা, ট্রাফিক আইন অমান্য করা ইত্যাদি। এছাড়া মহাসড়কসমূহের ওপর হাটবাজার, রাজায় বিপজনক মোড় এবং পথচারীর পথচলা ও রাজা পারাপারের ক্ষেত্রে অসচেতনতা সড়ক पृथिमात शतक नाष्ट्रिय पिटाइ।

বর্তমান সরকার সারাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর অত্যন্ত করুত্ব আরোপ ও স্বল্পসময়ে যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। সড়ক ব্যবস্থা উনুয়নের পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তৎপরতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বরাট্ট মন্ত্রণালয় ট্রাফিক বিভাগের মাধ্যমে সরকারী/বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় যানবাহন চালনা ও পথচারীদের যথানিয়মে সড়ক পারাপারে উদুদ্ধকরনের জন্য প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

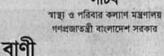
"নিরাপদ সড়ক নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি" বিশ্ববাস্থ্য দিবসের এ প্রতিপাদোর আলোকে মাধামে যানবাহন চালক ও জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনাজনিত

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।









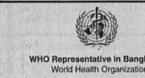
গাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্যাপদের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, উনুয়ন ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সকলের আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় করার প্রতায় নিয়ে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "নিরাপদ সড়ক ঃ নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি"। আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনায় সৃষ্ট জনপাস্থ্য সমস্যার পটভূমিতে বিষয়টি পুবই বাস্তবধর্মী।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রাণহানী ও মারাত্ত্ব জখমের ফলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও পঙ্গুত্বরণ জাতীয় উনুয়নকে করেছে বাধাগ্রন্থ। সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সেবা ব্যবস্থাপনায় একটি অতান্ত গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। যার ফলপ্রতিতে সেবা প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের মধ্যে খতঃস্মৃতিতা আগের তুলনায় অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর সুফল ইতোমধ্যেই জনগণ পেতে তরু করেছে। দুর্ঘটনাজনিত জখমের চিকিৎসার জন্য দেশের সকল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিদামান আছে। এছাড়া দেশের চারটি তরুত্বপূর্ণ স্থানে চারটি ট্রমা সেন্টার স্থাপনের জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থাকে আরও সময়োপযোগী করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। তবে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের যথায়থ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষ করে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি সর্বাধিক ওরত্বপূর্ণ। আশা করি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সচেতন মানুষ দুর্ঘটনাজনিত অনাকাজিত মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার কমিয়ে আনতে বিশেষভাবে অবদান রাখবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্যাপন সফল হোক-সে কামনা করি।

(এ এফ এম সরওয়ার কামাল)







World Health Day is observed worldwide on 7 April every year. For the first time in the history of WHO the theme of the World Health Day has been devoted to Road Safety. Although road traffic collisions kill nearly 1.2 million people around the world every year, they are largely neglected as a health issue, perhaps because they are still viewed by many as events beyond our control.

Yet the risks are known. They include speeding; driving under the influence of alcohol; non-use of helmets, seat belts and other restraints: faulty road design; poor enforcement of road safety regulations: unsafe vehicle design, and inadequate casualty management, and its sequel, and rehabilitation services.

Deliberate effort by the government and its many partners can achieve road safety. Therefore, we have chosen the theme "ROAD SAFETY IS NO ACCIDENT" for the World Health Day this year. Let us all make a concerted effort towards Road Safety so that

unnecessary deaths and disabilities are prevented. Sugare

Dr. Suniti Acharya WHO Representative





বাণী

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্যাপন হতে যাছেছ জেনে আমি আনন্দিত। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বে সভৃক দুর্ঘটনায় মানুষের অকাল মৃত্যু, মারাত্মক জখম ও পঙ্গুবুবরণ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই পরিস্থিতি বিশ্ব বিবেককে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ বিষয়টির প্রতি ওরুত্বারোপ করে এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছে "নিরাপদ সভুক নিরাপদ জীবনের প্রতিশ্রুতি" আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদাটি অতান্ত সময়োপযোগী বলে মনে করি।

উনুয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। অধিক জনসংখ্যা, রোগ ব্যাধির প্রকোপ, অপুষ্টি, বেকারত্ব, দারিদ্র জনজীবনকে করে তুলছে বিপর্যন্ত । অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে যাচেছ বহু মানুষের জীবন: যা মর্মান্তিক এবং এর সুদ্র প্রসারী প্রভাব জাতীয়া অর্থনীতিকে ক্রমণ দুর্বল করে তুলছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে দেশে যোগাযোগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হলেও তা জনগণের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে উদুদ্ধ করে আমরা দুর্ঘটনাজনিত অকাল মৃত্যু ও জথমের হাত থেকে বহুলাংশে রেহাই পেতে পারি। আশা করি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি এ বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

গ্রামি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

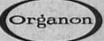
green 2m মিজানুর রহমান সিনহা

Courtesy:



þ Courtesy

In health matters, we know what matters most. People



SOCIAL MARKETING COMPANY